আপকাপ ঃ লোকনাট্যের একটি ধারা

মনোহর মৌলি বিশ্বাস

পর্ব ঃ এক

শৈশবের গাজির পালা শুনতে যাওয়ার কথা এখনো খুবমনে পড়ে। বাড়ির দক্ষিণ দিকে ছিলএকাট শীর্ণকায় গাঙ। চিত্র ার শাখা। এর দক্ষিণ পাড়ের গাঁ ফলতিতা।মহানন্দ মন্ডল নামে একজন গাজির পালাকারের বাস ছিল ওই গাঁয়ে। উঠতি যৌবনেগানের নেশায় পাগল হয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে বিদেশে- বিভূঁইয়ে গিয়ে কোথায় য়েনকাটিয়েছিল অনেকদিন । পরিণত যৌবনে ফিরে আসে ঘরে। একাত্ম হয়ে বেহালাবাজাত তখন বাড়ির উঠোনে সন্ধ্যায় আসর জমিয়ে। নক্ষত্র খচিত আকাশেরনিচে বসে বহুলোক অবাক-বিস্ময়ে শুনত তার বেহালার রাগিনী। কিছু ভক্তজুটেগিয়েছিল তার। গানবাজনায় তাদেরও ছিল প্রবল উৎসাহ। সারাদিন মাঠেঘাটে খাটত হাড়ভাঙা খাটুনি। সন্ধ্যায় বসত গান বাজনার আড্ডা। আড্ডা থেকেজন্ম হল গাজির পালা গানের। গাজির ভূমিকায় চামর দুলিয়ে অভিনয় করত মহানন্দ। চওড়া পেড়ে ধুতিম ালকোঁচা দিয়ে কখনো খালি গায়ে আবার কখনো সাদা পাঞ্জাবিতে শরীর আবৃতকরে পালা সাজাত লবকুশের, চাঁদ সওদাগরের, হনুমানের বিশল্যকরণী কিংবাসীতাহরণ কাহিনীর। গাইন ছিল কাহিনীর মূল দোয়ার। শুর আগে ব াজতকনসার্ট। হারমোনিয়াম, খোল, ঢোল, কাঁসার, করতাল, বেহালা, একতারা আরবাঁশির বাঁশি। শ্রাদ্ধবাড়িতে ভে াজন পর্ব শেষে আসর বসত চিত্ত বিনোদনের।বায়না করে মহানন্দর গাজিরদল যেত সেখানে । মুসলমান গাজিকার পরত কালোজোববা । মাথাট টুপি । চামর দোলাত একই প্রকারের হিন্দু গাজির মত।কাহিনী হোত কোরাণ, হাদিস বা অন্যকোন মুসলমান ধর্ম গ্রন্থের। কখনোকখনো আবার ভেদ রেখা উঠে গিয়েছিল হিন্দু গাজির ও মুসলমান গাজির মধ্যে।হিন্দু পাড়ায় পরিবেশিত হোত বিষাদ সিন্ধুর কণ কাহিণী। গাজি হিন্দু হলেওপরত জোববা ---টুপি, দোলাত চামর। গাজির পালা হিন্দু-মুসলমানের মিলিতকৃষ্টি । লোককৃষ্টিতে গাজির পালার যতটা বিস্তার ও কদর ছিল, আলকাপ ন াট্যধারারউপস্থিতি ছিল তার থেকে অনেক জোরালো. রাঢ় বরেন্দ্রের বাঙলারআলকাপ নাট্যধারা নিঃসন্দেহে বাঙলার লোকনাট্যের একটি উজ্জ্বল অংশ।

পর্বঃ দুই

বন্দনা, ছড়া, ধুয়া, পারধুয়া, অন্তরা দিয়ে আলকাপনাট্যধারার সঙ্গীতের শরীর গড়া। এই নাট্যধারায় ফার্সগান দুইজন অভিনেতারমুখো একই সুর ও লয়ে পরিবেশিত হয়ে থাকে। কখনো কখনো আবার ভিন্ন মুখেভিন্ন সুরে পরিবেশিত হয়ে থাকে। ভিন্ন কণ্ঠে ভিন্ন সুরে গান হতে হতে কোনএক সময়ে শেষ হয় আবার মিলিত কণ্ঠেঅভিন্ন সুরে। গানই আলকাপ নাট্যধারার অস্থিমজ্জা বলা যায়। আলকাপেরপালা শুর আগে আসর বন্দনা হয় গান দিয়ে।সুন্দরী মেয়ে ----মুখশ্রীওয় ালা ছোকরামেয়ে সেজে পরিবেশন করে গান। একটি প্রচলিত বন্দনা---

বন্দিবীণাপাণি, বিদ্যাদায়িনী

শ্বেতসরস্বতী সরোজবাসিনী
কণ্ঠেদে মা সুর লহরি
যন্ত্রেদে মা শব্দ মাধুরী
চিত্তেজ্বেলে দে মা জ্ঞানের প্রদীপ
বক্ষেশক্তি, জ্ঞানদায়িনী
মন্দিরেতব আলোর বন্যা
বিশ্বমাতাস্বনামধন্যা
আমরাকয়জন করি নিবেদন
শ্রীচরণেরাখি মধুর বাণী।

বন্দনা শুর আগে আসর জমে ওঠে গদ্ বাজনায়। গদেরবাজনা শুনেই সারা পাড়ায় সাড়া পড়ে।দলে দলে সমবেত হয় আসরে। আসরের মধ্যিখানে মিউজিক দল আর অভিনেতাগণ একসাথে বসে বাজায় গদ্। একাধিক গদ্ বাজানোর পর, বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে আসরবন্দনার সুর অনুসরণ করে, কোন এক সময়ে বাদ্যযন্ত্রের সাথে ভেসে ওঠেছোকরার কণ্ঠ। আসরের মধ্যে তখন ছোকরা দাঁড়িয়ে যথারীতি শ্রোতাদেরপ্রণাম জানিয়ে শু করে বন্দনা।

আসর বন্দনার পর নায়ক উঠে দাঁড়ায় আসরে ! ততক্ষণেছোকরা বসে যায়। সৌম্য সুদর্শন চেহারার নায়ক। মধুর কণ্ঠ ও বাচন ভঙ্গিই তার বিশেষ গুণ। কোঁচানোধুতি, আর গিলে পাঞ্জাবিতে মিশে থাকে আভিজাত্যের ছায়া। নায়ক শু করেদেশ-বন্দনার গান ।

একটিপ্রচলিত দেশ - বন্দনা---

বাঙলামা তোর আকাশ মাটি জল
তোরগতর হৈতে এই মাটিতে
সুবাসবহে চিরকাল
বাঙলামা তোর আকাশ মাটি জল
পরথমেবন্দিনু জনমদাতা বাপ-মার চরণ
তারপরেবন্দিনু দশ কোটি জনগণ
শিরোদিগেবন্দিনু পর্বত হিমালয়
যারগতরের ঘামে দ্যাশের মাটি ভেজায়
ভাঠিতেবন্দিনু হামি বঙ্গোপসাগর
হরেকরকম মাছ জরম এ পানির ভিতর
দ্যাশ-বিদ্যাশেরজাহাজ নুঙ্গুর হয় বাঙলার ঘাটে
আমদানি- রপ্তানি ব্যবসা কুলি মজুর খাটে
বাঙলারঘরে ঢুকার এই তো দরজা
এইঘরের শোভা এই দরজার দশ কোটি প্রজা...

এই ভাবে দেশমাতৃকা পূজিত হয় আলকাপদের কণ্ঠে।দেশ, মাটি আর তার মানুষ একাত্ম হয়। অকৃত্রিম ভালোবাসার মিছিলেপ্রান্তিক বাঙলার মানুষের মর্মাত হয়ে ওঠা আলকাপের অবদান।আলকাপ আসর শেখায় মাকে ভালোবাসতে---দেশকে ভালোবাসতে।

দ্যাশ-বন্দনা শেষ হলে খ্যাম্টা গানের সুর অনুসরণকরে ছোকরা দাঁড়িয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। একপ্রস্থ নৃত্য পরিবেশন করার পর থ্যাম্টা গান আরম্ভকরে। থ্যাম্টা গানের একটি নমূনা----

সাধেরও বধূয়া, লিল্যা মন চান্দুয়া
লীল্আসমানের তলে
লীল্ঠেঁঠে কিনায়া দিল্যা
ছাপা,সৈনজ্যামুনির ফুলে
সাধেরও বধূয়া,
তোলারব্যাসোর লাখে পরিনু
লোতুনঠেঁঠি শাঁন্ঝো পিন্ধিনু
সুন্দরীকলসি কাঁথে লিয়্যা
গেনু,লীল্ - যবুনার কূলে
সাধেরও বধূয়া,
মনযবুনায় উথাল পাথাল
প্রেমযবুনায় ঢেউ
চান্নিনিশি বাজায় বাঁশি
তুমিবিনা মা কেউ...

আরেকটা খ্যামটা---

কতফুল ফুট্যাছেরে বন্ধু
কদমেডালে
শাওনমাসে পুবান বয়
বিষ্টিরজল কদম ধয়
পাকাকদম ঝর্যা পড়ে
ভিজ্যামাটির কোলে
কতফুল ফট্যাছেরে বন্ধু
কদমেরডালে।...

ছোট বেলায় দেখা ছোকরাটির নাম মনে নেই।জাতিতে মুসলমান ছিল। থ্যামটা নাচের সাথে কর্তার কণ্ঠের গান--প্রেমযমুনায় ঢেউ দিল কেউ ছিলরে.... একদা বর্ষার ধান ক্ষেতে ,মাঠে-ঘাটে, পাল তোলা নৌকার ছইয়ের উপর সর্বত্র গীত হোত। এমন একপ্রকার পাগলের নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল ওই গান। ছোকরা নাচে, গান গায়।একেকটা আলকাপ দলে মূল আকর্ষণ তার ছোকরা। কখনো কখনো ছোকরারনৃত্যগীত দর্শনে মুগ্ধ হয়ে শ্রোতা -দর্শক -কুল ফেরি করে টাকা পয়সা তোলেআসরের থেকে এবং সেটা তুলে দেয় ছোকরার হাতে। কখনো কখনো গিল্টিসোনার বা চাঁদির মেডেল বানিয়ে সেটা উপহার দেয় ছোকরাকে। ছোকরানাচে, গান গায়; তার ভিতর গ্রহণ করে উপহার । গান শেষ করেছে াকরা বসে পড়লে আরেকজন গায়ক পরিবেশন করে বন্দনা- ছড়া গান।বন্দনা-ছড়ার পর আলকাপ-মাষ্টার বা সরকার শু করে আলকাপ পালার।একটা বন্দনা -ছড়ার নমুনা---

শুনেনভাই দশজনা
চন্ডীমাতারকথা কিছু কৈরে যায় বর্ণনা
দশভূজাপাইনা পূজা মানুষ বাদে মা
... .
শিবেরঅভিশাপের পর
অভিশপ্তনীলাম্বর

দুনিয়াতেনাইম্যাা আইল
ধর্মকেতুর ঘরে গেল.....

ছড়াকারের ভুমিকা নিয়ে মূল গায়ক সু করেআলকাপ পালার। পালার মধ্যে হাসি - কান্না, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়।

আলকাপ দলে প্রধান ব্যক্তি আলকাপ সরকার।তিনিই গান ও পালার রচনাকার। গানেসুর দেন তিনি---তিনিই পারচালনা করেন বাজিয়েদের। তিনিই নির্দেশ দেনদলের শিল্পীদের নিজ নিজ ভূমিকার। দলের পরিচালকও প্রধান শিল্পী প্রায়শঃ একই ব্যক্তি হয়েথাকে। আলকাপ শিল্পীদের বিশেষত্ব এইখানে তাদের কোন বাঁধাধরা পাঠ থাকেনা। ডায়ালগত াৎক্ষণিক রচিত। সরকার আসরের শ্রোতাদের মনস্তুষ্টির দিকে নজররেখে ডায়ালগ রচনা করে পালার কাহিনী সামনে এগিয়ে নেন। আলকাপসরকারের কখনো কখনো তার জাতকুলের পরিচয়ও নিবেদন করে থাকেনশ্রোতাদের কাছে। হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজ থেকে আলকাপদের অনুষ্ঠানকরতে দেখা যায়।

পর্বঃ তিন

আল গাছের পাতার ধারাল অংশ আর কাপ মানেকৌতুক বা হাস্যরস। গ্রামীণ জীবনে হাসি- কান্না ও রস-কৌতুকই আলকাপনাট্য প্রবাহের প্রতিপাদিত সম্পদ। প্রতিটি আলকাপ দলে থাকেএকজন প্রধান অভিনেতা এবং একজনচতুর কবিয়াল। আর তাদের পার্শ্বভুমিকায় অভিনয় করে থাকে একটি বালক, একজন মধ্য বয়সী অভিনেতা, একজনবৃদ্ধ, একজন লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান জোয়ান। গ্রামের হাটে, বারোয়ারিমাঠে, বিয়ের অনুষ্ঠানে, নবান্নে-অন্নপ্রাশনে ও বিভিন্ন পুজো - পার্বণেআলকাপেদের বায়না হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানে সাধারনত ডাকা হয় দুটি আলকাপ - দল।প্রতিয়োগিতার আসর বসেতাদের মধ্যে। পালা হয় রাধা-কৃষ্ণের, শিব - দুর্গার, ধর্ম-অধর্মের,লক্ষ্মী -সরস্বতীর । এক দল রাধার আসর গ্রহন কললে অন্য দলগ্রহণ করে কৃষ্ণের আসর, এক দল শিবের আসর গ্রহণ করলে অন্যদল গ্রহণকরে দুর্গার আসর, একদল ধর্মের আসর গ্রহণ করলে অন্যদল গ্রহন করে অধর্মেরআসর, একদল লক্ষ্মীর আসর গ্রহন গরলে অন্যদল গ্রহণ করে সরস্বতীর আসর। কখনো প্রতিযোগিতায় গৃহীতহয় শহর - গ্রামের আসর, নারী-পুষের আসর। হালফিল শুনেছি এ বাঙলায় গৃহীতহয় গান্ধি-আম্বেদকার আসর আবার ও বাঙলায় গৃহীতহয় মুক্তিযোদ্ধা-রাজকার আসর। প্রতিযোগিতা হয়রস-কৌতুককে প্রধান উপজীব্য করে। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ীর ললাটে পরিয়েদেওয়া হয় জয়ের তিলক। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সোনার মেডেল, পোরকাপ, অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয় বিজয়ীকে।

প্রতিযোগিতার শেষে দুই দলল গায় মিলনেরগান। এর দ্বারা সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলা হয় পুনরায়। দুই দলকে খাইয়েদাইয়ে সন্মানী দিয়ে বিদায় করা হয়। আর প্রতিশ্রতি দেওয়া হয় এইবলে যে আগামী বছর আবার হচ্ছে----আবার সবাই মিলিত হবে এক জায়গায় একইভাবে।

আলকাপনাট্য ধারার এ এক চলমানতা।

পর্বঃ চার

মুর্শিদাবাদের একটা নিজস্বতা সেখানকার আলকাপআসর। আলকাপ লোকনাট্যের একটি ধারা। এই ধারা এক সময়ে এতইজনপ্রিয় হয়েছিল যে যাত্রাপালার জনপ্রিয়তাকে একেবারে ছাড়িয়েঅনেকটা উপরে উঠেছিল। ওই সময়েআলকাপের আসর বসেছে কোথাও এ কথা শুনলে মানুষ পিল পিল করে রওনা দিতসেদিকে। ঝাঁকসু, সনাতনপ্রভৃতির ব্যক্তিগত প্রতিভা ও নিপুণতার বলে সম্ভব হয়েছিল সেকাজ। ঝাঁকসুর গু মহম্মদমনিদ্দিন ঝিাসের ও নাম ডাক খুব কম হয়েছিল না। কিন্তু ঝাঁকসুর খ্যাতি ছিলসবার উর্ধে। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূমের মানুষ এক ডাকে চিনত তাকে।শু কালের শৌখিনতা পার হয়ে একদিন পৌঁছে গিয়েছিল পেশাদারিত্বের আঙ্গিনায়। রাঢ়বরেন্দ্র বাঙলার এপ্রান্ত পর্যন্ত ঝাঁ

াকসুর দলের বায়না ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউএকটু বেশি মাত্রায় আপ্লুত হয়েছিল তাকে নিয়ে। বলেছিল, ঝাঁকসু আমাদের রাজা---আলকাপ যাদুকর অর্থাৎকিনা একটা বড় অভিধা দিয়ে বলে বসেছিল আলকাপ স ম্রাট । অতিশয়োক্তি যদি কিছু একটুখানি থেকেও থাকে এই কথারমধ্যে, তা অনেকখানি বেশি নয়। আজওজঙ্গীপর, ধনপতনগরের যে কোন বয়স্ক মানুষকে জিজ্ঞাসা করলে এর প্রমাণপাওয়া যায়। এ বছর ধনপতনগরের মানুষেরা উদ্যো াগী হয়ে তার জন্মশতবর্ষ পালন করছে। মূল উদ্যোক্তাধনপতনগরের তুলসী চরণ মন্ডল । এই প্রাবন্ধিক ও আহূত হয়েছিল তাদেরঅনুষ্ঠানে।

আলকাপেদের নিয়ে এ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে জানি দুখানি উপন্যাস রচিত হয়েছে। প্রথম উপন্যাস নারায়ণগঙ্গোপ াধ্যায়ের বৈতালিক। দ্বিতীয় উপন্যাস মায়ামৃদঙ্গ। রচয়িতা সৈয়দমুস্তাফা সিরাজ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর প্রথমযৌবনের অন্তত সাত বছর কাল সময় কাটিয়ে ছিলেন ঝাঁকসুর আলকাপদলে। সৌন্দর্য গড়ার পকার তারপর সব ছেড়ে ছুড়ে একদিন পাড়ি জমিয়েছিলেনকলকাতায়। প্রতিষ্ঠিত হলেন সাহিত্যের অঙ্গনে । উপন্যাসিক হিসাবেখ্যাতির আসনটি পাকাপোক্ত হয়েছিল অল্পদিনের মধ্যে । এই সময়ে লিখলেনমায়ামৃদঙ্গ উপন্যাস। সে ১৯৭২ সাল। ফিরে তাকিয়েছিলেন ফেলে আসা প্রথমযৌবনের দিকে। নষ্টালজিয়া টান বোধকারি মিলেছিল সাথে। বারবার মনেপড়ছিল আলকাপ গু ঝাঁকসুর কথা। তাঁকেই প্রধান চরিত্র করে রচিত হয়েছে উপন্যাসখানি। এর ভূমিক ার শু এইভাবে, প্রথম যৌবনের ছসাতটা বছর, এখনকার বিবেচনায় খুব দৃষ্টিআর সম্ভাবনা পূর্ণ ছ-সাতটা বছর---তার মানে, কম করে ধরলেওআড়াই হাজার দিন আর আড়াই হাজার রাত, আমার যা নিয়ে এবং যাদের সঙ্গেসৌন্দর্য ও যন্ত্রণায় কেটে গেছে, তাই এবং তাদের নিয়েই এই উপন্যাস।

পনের ষোল বছর আগে যাদের সঙ্গ ছেড়ে ছিলেন সৈয়দমুস্তাফা সিরাজ, তাদের কথাই মনে করেছেন এখানে। তিনি ভুমিকা শেষকরেছেন এই বলে, গ্রামীণ দারিদ্র্য আর সিনেমার মারাত্মক চাপে আলকাপ এখনবিপন্ন । হাজারহাজার বছরের মানুষের ইতিহাসে অনেক জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে।রাষ্ট্র এবং সময়ের তাতে কিছু যায় আসে না। শুধূ এ বইয়ের লেখক এবংরাঢ়-বরেন্দ্রভূমির লক্ষ লক্ষসাধারণ গ্রামীণ মানুষের মনে আমৃত্যু থেকে গেল যা-- তা ধনপতনগরেরপ্রখ্য াত ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকারের ভাষায় এক বিরল মায়া।

ওস্তাদ ধনঞ্জয় সরকারের ডাকনাম ঝাঁকসু।উপন্যাসের ঝাঁকসা। ঝাঁকসুর জন্ম ১৮৯৭-এ অর্থাৎ বাঙলা সন ১৩০৪-এর ১লা অগ্রহায়ণ। জঙ্গিপুরেরউত্তর দিকের গ্রাম ধনপতনগরে।পুর্বাপুষেরা কবে কোন্ কালে বিহার থেকেবাঙলায় এসেছিল জানা নেই। পিতামহ আত্মারাম মন্ডল ছিল সম্পন্নচাষী গৃহস্থ।পিতা বাবুরামের একমাত্র পুত্রই ঝাঁকসু। চরিত্র ছিল অনেকখানি কুহেলিকাময়।কখন কি করবে বোঝার সাধ্যি ছিল নাকারো। ঝড়ের গতিতে ছোটাই ছিল স্বভাব । বে াধকরি সে কারণেই নামঝাঁকসু। ৮৩ বছর বয়সের মধ্যে কমকরে ৬০ বছর আলকাপের সাধনা করেছিল। সংগঠক, পরিচালক, প্রধাননায়ক ও কথাকার হিসাবেই ছিল খ্যাতি। গায়েন ও বায়েন দুইই ছিল সে। তারজীবনের বৈচিত্র্য স্পষ্ট হয়ে উপলব্ধ হয় মায়ামৃদঙ্গ উপন্যাস থেকে। দেখি নাই ফিরে লিখেছিলেন সমরেশ বসু।রামকিঙ্কর বেজকে যেমন নিখুঁত উপস্থাপন করা হয়েছেএইউপন্যাসে, মায়মৃদঙ্গের ঝাকসা ও তেমনি একটি বাস্তব চরিত্র।

আলকাপ লোকনাট্যের একটি শক্তিশালী মাধ্যম । কিন্তুনগরকেন্দ্রিক স্বল্প শিক্ষিত থেকে উচচ শিক্ষিত সব মহলে খুবই অনাদৃত ।এক কথায় তাদেরকাছে আলকাপ অশ্লীল। যা ভদ্দর সমাজের একান্ত গোপন লজ্জার, গ্রামীণজীবনের সেইসব কাহিনী হাল্কা ও চটুল হাস্য - কৌতুকে পরিবেশিত হয়আলকাপআসরে। অশ্লীল গোপনতা ভদ্দর সমাজকে কুরে কুরে খ ায়। আর এই অশ্লীল গোপনতা থেকে গ্রামীণ মানুষনিজেদেরকে সংশোধিত করে আলকাপ আসর বসিয়ে।

সেই আসরে মেয়েলী গড়ন, গায়ের রঙ ফর্সা, মাথায়লম্বা চুল এমন একটি কম বয়সী পুষ মেয়ে পোষাকে নাচে,মিষ্টি হ াসে,মধুর গান গায়। তার নিটোল হাতের অঙ্গভঙ্গি , কাজল চোখের চাহুনি আরকণ্ঠের লালিত্যের টানে প্রেমে পড়ে যায় গাঁয়ের কত কত যুবক। আলকাপ দলের কোন এক সফল ছোকরারটানেএই যুবকদল পাগলের মত ছুটে চলে দলের প্রতিটি আসরে----প্রতিটি পালা - অনুষ্ঠানে। তারা জানে ছোকরা পুষ। তবু সেটানে ।এ জীবনের এক জটিল বিন্যাস ---- -প্রতিভাস। এই জটিলতা মনেকরিয়ে দেয় গিরিশ কারনাভের হয়বদন নাটকে সৃষ্টিজটিলতাকে। সেখানেআমরা প্রত্যক্ষ করেছি দেবদত্তের ঘাড়ে কপিলের মাথা এবং কপিলেরঘাড়ে দেবদত্তের মাথা যুক্ত হওয়ার পর পদ্মিনী যাকে দেবদত্ত সে সম্পূর্ণ দেবদত্ত নয়, পদ্মিনী যাকে কপিল দেখেছিল সে সম্পূর্ণ কপিল নয়। অর্থাৎযা দেখে, তা এমন দেখে, সত্যমিথ্য ার সবটুকু তার জানা ; ভালোবাসা শোনেনা সে কথা । অশ্লীলতার উর্ধে উঠে এক শৈল্পিক বোধ ছিল ঝাঁকসুর মধ্যে। প্রধানুসারে তাৎক্ষণিক মেজাজেরচিত তার বহু গান সেই সাক্ষ্য দেয় । বাঙলা মা তুই কাঁদবি কতকাল , তোর সোনার অঙ্গ করল ভঙ্গ রক্ত ধারায় লালে লাল, মনে করি হলাম স্বাধীন , আমরা মাগো চির পরাধীন, হয়ে এখন বিশ্বের অধীন , অন্ন বিনে নাজেহাল।

পর্বঃ পাঁচ

বাদ্যকারেরা ধুয়া টানে আলকাপ গানে। ঝিমিয়েপড়া আসরকে চাঙ্গা করে ধুয়া গান। একটি জনপ্রিয় ধুয়া গানের নমুনা নিম্নে দেওয়া গেল----

কীদিয়ে মন বুঝাব, এখন আমি কার কাছে যাব !
আমারহৃদয় মন্দিরে
বাঁশিবাজাতে দিনো - রাতে রে
এখনআমি কী নাম ধরে
বাঁশরীআর বাজাব----
এখনআমি কার কাছে যাব।।

জীবন কে অনাবিল রোমান্টিসিজমের মধ্যে নিয়ে চলেযায় এই গান। রোমাান্টিসিজমের মধ্যে বাস্তব এসে স্পর্শ করে ম ানুষকে, যখননায়ক নিবেদন করে চলে গানের সুরে নিজের পরিচয় । তুলসী মন্ডলের মুখেশুনেছি ঝাঁকসু প্রায়শ আপন পরিচয় দিত এইভাবে----

জন্মমোর অভাজন চাঁই কুলে
পেশায়নগণ্য সবজি -চাষ
মাজাহবীর কূলে বাস
গ্রামেরনামটি মোর ধনপতনগর
জঙ্গীপরতার কাছে শহর
এবাবুগো শুনুন দিয়া মন
আলকাপেমোর জাতি পরিচয়
করিনুবর্ণন।

আলকাপের প্রায় প্রতিটি গানে তিনটিস্তর থাকে। ধুয়া, পর ধুয়া ও অন্তরা. কাহিনীর মধ্যে যেসমস্ত গান আছে তার কে ানটিতে ধুয়া, পর ধুয়া; আবারকোনটিতে ধুয়াও, পর ধুয়া অন্তরা থাকে। প্রতিটি গান ভিন্নভিন্ন সুরে রচিত হয় আবার কখনো অভিন্ন সুরেও হয়। সব গানের একটি ধুয়াথাকে। খ্যামটা গানের তিনটি স্তর। যে গানগুলি বড় তার অন্তরাদুটি ভ াগের অধিক। মহবুব ইলিয়াস আলকাপের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেজানান---মাঠে হালের কৃষক, ক্ষেতের মজুর, গাড়োয়ান, গর পালেরাখালের দল ও নৌকার মাঝিগণ দলবদ্ধ--- ভাবে আলকাপ গান মুখে মুখে গেয়েক্লান্তি দূর করে তৃপ্তি বোধ করে। নবান্ন অন্নপ্রাশন, সুন্নতে, খাৎনাও বিয়েতে মেয়েলী গীত, অন্তঃসত্ত্বা বধূরসাধ - খাওয়া গান ও গীত মুখে

মুখেপরিবেশন হয়ে থাকে, এ সমস্ত আলকাপ গানের সৃষ্টি সম্ভার।... আলকাপগান পল্লিবাসী দম্পতিদের সাংসারিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি,সততাকে শক্তিশালী করে একটি সুন্দর সমাজ ও জাতিগঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকাপালনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে থাকে।

আলকাপের শিল্পী হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে সকলেই। শ্রোতৃকূলও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই। আলকাপ আসর, আউল-বাউলেরআখড়া, গাজীর পালা সবাই মিলে বাঙলার লোকায়তকে করেছে পুষ্ট,সমৃদ্ধিশালী। বাঙলার ধর্মপির পেষতার উজ্জ্বল স্রোতস্বিনীকে অনাদি অতীতথেকে বহন করে নিয়ে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। পল্লিবাঙলার মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকাপারস্পরিক বন্ধুত্বের এই বন্ধন বোধকরি বাঙলার মানুষের মনকে করেছে বড়,প্রশস্ত। ধর্মের উর্ধে ওঠামনুষ্যত্বের বোধের ভিত্তি হয়েছে শুদ্ধ অনাবিল আনন্দ গ্রহণের মধ্য দিয়েবেঁচে থাকারসোপান হয়েছে স্বতন্ত্র এবং অর্থবহ।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com